ঢাবি সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

নীল দলের দুই প্যানেল সুবিধা নেবে সাদা দল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষকরা কোন্দলের ইতি টানতে পারেননি। রোববার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন হলেও কেউ কাউকে ছাড় দেননি। ফলে দুটি পৃথক প্যানেলে নির্বাচনে যাচ্ছে নীল দল। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড থেকে দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। স্বার্থগত দ্বন্দ্বে দলীয় ঐতিহ্য নষ্ট করা শিক্ষকদের এ দলটির সিনিয়র শিক্ষকদের একটি অংশের এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ সংশ্লিষ্টরা। এদিকে নীল দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে ভালো ফলের প্রত্যাশা করছে বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উপাচার্য সমর্থক এবং তার বিরোধী— এ দুটি অংশে বিভক্ত হয়েছে নীল দল। উপাচার্যবিরোধী অংশের নেতৃত্বে থাকা নীল দলের সাবেক আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সামাদ (কবি সামাদ) ও অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. এএস এম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে জানান, তারা ৩৫ সদস্যের পূর্ণ প্যানেলে নির্বাচনে যাচ্ছেন। তাদের প্যানেলের কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। অন্যদিকে নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনের নেতৃত্বাধীন ৩৫ সদস্যের প্যানেল থেকে মো. মাহবুবুর রহমান মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন বলে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে নীল দলের বর্তমান আহ্বায়ক ও দুই যুগ্ম আহ্বায়ক কেউই কথা বলেননি। এর মধ্যে আহ্বায়ক ফোন রিসিভ করেননি এবং দুই যুগ্ম আহ্বায়ক ফোন রিসিভ করলেও কথা বলতে রাজি হননি।

নীল দল সূত্র জানায়, নীল দলের দুটি প্যানেল জমা দেয়ার প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন শিক্ষকদের এ দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে করে মনোবল ভেঙে পড়ে দলটির সাধারণ শিক্ষকদের। কোন্দল চরমে পৌঁছলে সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড থেকেও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এরপরেও কোনো পক্ষই সমঝোতায় পৌঁছেনি। ভিসি সমর্থক গ্রুপের বক্তব্য, তাদের প্যানেলই প্রকৃত নীল দল। বিরোধী প্যানেলটি বলছে, বর্তমান নীল দলের কমিটি অবৈধ। তাই প্যানেলও অবৈধ। এছাড়া এ প্যানেল যেহেতু সাধারণ সভায় গৃহীত হয়নি, তাই তারা নীল দলের বৈধ প্যানেল কোনোভাবেই দাবি করতে পারে না। দুই পক্ষের এমন অবস্থানের মধ্যে দুটি প্যানেল পৃথকভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এদিকে সাদা দল একটি মাত্র প্যানেল নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। ফলে নির্বাচনে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসবে বলে বিশ্বাস তাদের।

এ বিষয়ে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, আমরা ৩৫ সদস্যের প্যানেল নিয়ে নির্বাচন করছি। কোনো সমঝোতা হয়নি বলেও জানান তিনি। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সামাদ যুগান্তরকে বলেন, নীল দলের ইতিহাসে এমন অন্যায় হয়নি। সাধারণ সভায় গৃহীত প্যানেল থেকে ১৪ জনকে বাদ দিয়ে প্যানেল করা হয়েছে। যা দেখে আমরা অবাক হয়েছি। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরাও নির্বাচনী মাঠে থাকছি। কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহারও করেননি। সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন খান যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকরা আমাদের পক্ষে রায় দেবেন বলে আশা করছি। ২২ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ৩৫ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর